COAST Trust
participates in survival strategies of coastal poor

সম্প্রীতি

UNHCR
The UN Refugee Agency

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ৪টি ইউনিয়ন-রাজাপালং, পালংখালী, হোয়াইকং ও হ্নীলাসহ সংশ্লিষ্ট ৮টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিচালিত 'রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ' প্রকল্পের কার্যক্রমের মাসিক বুলেটিন।

২য় বর্ষ, ১৩তম সংখ্যা | **মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ** | **ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ**

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন না হওয়া হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে সামাজিক সংযোগের প্রতি স্থানীয়দের আগ্রহ প্রকাশ

২০১৯ সালে ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উভয় গোষ্ঠীর মাঝে এর প্রভাব দেখা যায় যা সামাজিক সংযোগের দাবিদার। ফলে কোস্ট ট্রাস্ট ও ইউএনএইচসিআর-এর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে 'রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংযোগ প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা শুরু হয়।

স্থানীয় জনগনকে প্রকল্পের কাজের সাথে সংযুক্ত করতে এবং তাদের মাঝে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দিতে উখিয়া ও টেকনাফে আলাদাভাবে প্রকল্প শেয়ারিং মিটিং-এর আয়েজন করা হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বুধবার দুপুর ১২ টায় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের কাঞ্জরপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের হল রুমে বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যাক্তিদের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে 'রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংযোগ প্রকল্প'-এর শেয়ারিং মিটিং-এর আয়েজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগন উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক, ইমাম, মহিলা নেতৃ সহ ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

হোয়াইক্যং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ আনোয়ারী বলেন, "বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোস্ট ট্রাস্টের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট এবং আশাকরি এ বছরও তারা এরকম কাজ অব্যহত রাখবে। আমাদের এমন কিছু ভাবতে হবে, যা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংযোগ অব্যাহত রাখতে সমর্থন করবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতাদের সামাজিক সংযোগ বজায় রাখতে সমাজে প্রভাব বিস্তার করার মতো প্রকল্প কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে যারা গুরুত্ব সহকারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের সমস্যা কাটিয়ে তোলার জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত।"

‡nvqvBK¨s BDwbq‡bi †Pqvig¨vb bi †gvnv¤§` Av‡bvqvix KvÄi cvov D"Pwe`¨vj‡qi nj i‡g cK í †kqwis mfvq e³e¨ w`‡"Qb| Qwet BDbQ

টেকনাফ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি ফেরদাউস আহমেদ জামারি বলেন, "প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে আমরা সন্তুষ্ট কিন্তু এই কার্যক্রম গুলো সীমিত। আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং কাজের ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করা উচিত। যার মধ্যে রোহিঙ্গা শিবিরের ধর্মীয় ব্যাক্তিদের সংযুক্ত করা দারুণ আইডিয়া। আমি মনে করি, সব ইমামকে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের আলোকে সামাজিক সংহতির বার্তা প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া উচিত।"

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০, সোমবার সকাল ১১টায় বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর ৪৮জন স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে আয়োজিত 'রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংযোগ প্রকল্প'-এর আরেকটি শেয়ারিং মিটিং কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী সহ স্থানীয় নেত্রীবৃন্ধ উপস্থিত ছিলেন।

কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক-সামাজিক সংযোগ, জাহাঙ্গীর আলমের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপনের পর তিনি কক্সবাজারের উন্নতিকল্পে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আমন্ত্রণ জানান।

উখিয়া উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুন্নেসা বেবী বলেন, "রোহিঙ্গা সঙ্কট একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই সঙ্কট সমাধানের কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমাদের সবার সচেতন হওয়া উচিত এবং যৌক্তিক আচরণ করা উচিত। যতক্ষণ না তারা প্রত্যাবাসন হচ্ছে ততদিন উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রয়োজন। যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয়। আমার মনে হয়, রোহিঙ্গাদের অনেক বেশি নৈতিক শিক্ষা দরকার। কোস্ট এবং ইউএনএইচসিআরকে ধন্যবাদ এছাড়া অন্যান্য আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থার প্রতি আহ্বান তারাও যেন স্থানীয়দের জন্য কাজ করে।"

Rbve Awggj Avnmvb Lvb, BDGbI (fvi cvß) DwLqv Dc‡Rjv, c‡R± ‡kqwis mfvq e³e¨ iv‡Lb | Qwe: RjwdKi

উখিয়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত ইউএনও জনাব আমামুল আহসান খান বলেন, "রোহিঙ্গা সংকটের শুরুতে এ অঞ্চলের মানুষ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের অশ্রয় দেয়। এ কারণে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম হয়েছে মা মানবতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ধৈর্য ও আস্থার প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি, জাতিসংঘ, এনজিও, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো রোহিঙ্গাদের সাথে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের উন্নয়নে আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে।"

এছাড়াও অন্যান্য সামাজিক অনুন্নয়ন কমিটিও সেখানে উপস্থিত হয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ভিজিট ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সামাজিক পর্যবেক্ষণ পরিদর্শনে তাদের পর্যবেক্ষণ পোঁছে দেয়। বৈঠকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সংক্ষিপ্ত কার্ডের মাধ্যমে তাদের সুপারিশ লেখেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে ইন্টারেক্টিভ সেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

মানবাধিকারের প্রসার এবং শেখার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি প্রকল্প শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবাদিকারের উপর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন পরিচালনা করছে। প্রতিটি সেশনে আলাদাভাবে অস্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে "মানবাধিকারের সংজ্ঞা এবং শান্তিপূর্ণ

AvBGmwm cK‡ í i BDwbqb mgšqK Gbvgj nK PvKŠeVv D"P we`¨vj‡qi wk¶v_x‡`i mvg‡b gvbewaKvi wel‡q Av‡jvPbv K‡ib| Qwet kvnvRvnvb

সহাবস্থানের গুরুত্ব" এবং "শরণার্থী অধিকারের সংজ্ঞা, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবিক দিক থেকে আমাদের করণীয়" বিষয়ে লিফলেট দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের প্রতিনিধিদের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে শুরু হয় সেশন। সেশনের শুরুতে তারা এই অনুষ্ঠানের সামগ্রিক বর্ণনা, কোস্ট এবং প্রকল্পের কাজের পরিকল্পনার বিবরণ উপস্থাপন করেন। শিক্ষকদেরকে তাঁদের মতামত পেশ করার জন্য আহ্বান করা হয়। মানবাধিকার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত প্রদানের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। অধিবেশনের শেষ দিকে শিক্ষক কর্তৃক সেরা তিনজন সেরা শিক্ষার্থী নির্বাচিত করা হয় এবং পুরস্কার দেওয়া হয় ।

সামাজিক সংযোগ উন্নয়নে প্রল্পের কাজের সাথে রোহিঙ্গা গ্রুপের

Laky Akter, associate of Community Based Protection, was delivering her speech during the meeting. P.C; Nezam Uddin

সম্পৃক্ততা গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করবে

ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্প রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন; ; কমিউনিটি লিডার, ইমাম, যুবক ও নারী গ্রুপকে কমিউনিটি বেসড প্রোটেকশন (CBP)-এর সমন্বয়ে সনাক্ত এবং মূল্যায়ন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি শিবির থেকে (ক্যাম্প-১পূর্ব, ১পশ্চিম, ২পূর্ব, ২পশ্চিম, ১৪, ১৫, ২১, ২২) গুরুত্বপুর্ণ ব্যাক্তিদেরকে সনাক্ত ও কাজের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সামাজিক সংযোগবৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উক্ত গ্রুপ সমূহ গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

সামাজিক অভাবের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দল।

ইউএনএইচসিআর এর সাথে যৌথ উদ্যোগে কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক সংযোগ প্রকল্প প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত দলগুলোর সাথে পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সামাজিক সংযোগ উন্নয়নে তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রকল্পের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। প্রতিটি গ্রুপের সদস্য ছিলেন মাহী, ইমাম, যুব ও মহিলা সহ ৪টি ভিন্ন বিভাগের ৯ জন সদস্য । এই গ্রুপগুলো ম্যাপিং এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কমিউনিটি ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোকে সামাজিক অনটন কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয় । আহাম্মদ উল্লাহ প্রোগ্রামের কর্মকান্ড এবং তাদের দায়িত্বের রূপরেখা বর্ণনা করেন । তিনি বলেছেন, "এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ড় আয়োজক ও রোহিঙ্গা উভয় সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক সম্পর্ক লালন করা এবং আয়োজক ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্ড়ি পূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান, কিছু সামাজিক রোহিঙ্গা সামাজিক অনুন্নয়ন গোষ্ঠী এবং আয়োজক সামাজিক অনুন্নয়ন কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রকল্প ।

ক্যাম্পের প্রধান মাহী ইমন উল্লাহ বলেছেন, এটা উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি মহান উদ্যোগ হবে এবং যদি কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্ড়বায়ন করা হয় তাহলে স্বাগতিক ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্ড়িপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হবে । আমরা এই প্রকল্পের অংশ হতে আগ্রহী ।

ZvbwRi DwÏb iwb, WK‡g‡Ukb Awdmvi †iwn½v M‡ci cwiPvZ mfvq Av‡jvPbv K‡ib| Qwet RjwdKvi

সামাজিক সংযোগ প্রকল্পের কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন ২০২০

ক্রম	কাজ	লক্ষ্য	অর্জন
০১	প্রকল্প শেয়ারকরণ সভা	২	২
০২	ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন	১৮	১৮
০৩	ম্যাপিং এবং এনগেজিং রোহিঙ্গা কমিউনিটি গ্রুপ	৮	৮
০৪	রোহিঙ্গা কমিউনিটি গ্রুপের প্রারম্ভিক সভা	৪	৪

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীবৃন্দ।

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্যঃ

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ফোনঃ০৩৪১-৬৩১৮৬, ফ্যাক্সঃ০৩৪১-৬৩১৮৯,
মোবাইলঃ০১৭১৩-৩২৮৮২৭

ই-মেইলঃjahangir.coast@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.coastbd.net